أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ

(Book# 114/ঈ)

www.motaher21.net

إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِن شَعَآئِرِ اللَّهِ

নিশ্চয়ই ‘সাফা’ এবং ‘মারওয়া’ মহান আল্লাহ্‌র নিদর্শনগুলোর অন্যতম।

Safa and Marwa are among the Symbols of Allah.

সুরা: আল-বাক্বারাহ

আয়াত নং :-১৫৮

اِنَّ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةَ مِنْ شَعَآئِرِ اللّٰهِ ۚ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ اَوِ اعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ اَنْ يَّطَّوَّفَ بِهِمَا ؕ وَ مَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا ۙ فَاِنَّ اللّٰهَ شَاكِرٌ عَلِيْمٌ

নিঃসন্দেহে সাফা ও মারওয়া আল্লাহর নিশানীসমূহের অন্তর্ভুক্ত। কাজেই যে ব্যক্তি বাইতুল্লাহ্‌র হজ্ব বা উমরাহ করে তার জন্য ঐ দুই পাহাড়ের মাঝখানে ‘সাঈ’ করায় কোন গোনাহ নেই। আর যে ব্যক্তি স্বেচ্ছায় ও সাগ্রহে কোন সৎ ও কল্যাণের কাজ করে,আল্লাহ্‌ তা জানেন এবং তার যথার্থ মর্যাদা ও মূল্য দান করবেন।

১৫৮ নং আয়াতের তাফসীর:

শানে নুযূল:

এ আয়াতের শানে নুযূল সম্পর্কে কয়েকটি বর্ণনা পাওয়া যায়। দু' টি সহীহ বুখারী ও মুসলিমে এবং একটি মুসতাদরাক হাকিমে রয়েছে।

সাহাবী উরওয়া (রাঃ) হতে বর্ণিত তিনি বলেন: আমি আশিয়াহ (রাঃ)-কে জিজ্ঞাসা করলাম আপনি কি লক্ষ করেছেন-

(إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِن شَعَآئِرِ اللّهِ .....أَن يَطَّوَّفَ بِهِمَا وَمَن تَطَوَّعَ خَيْراً فَإِنَّ اللّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ)

আমি এ আয়াত দ্বারা বুঝেছি, যদি কেউ তাওয়াফ না করে তাহলে তার কোন দোষ নেই। তখন আয়িশাহ (রাঃ) বললেন- হে আমার ভাগনে! তুমি কতই না খারাপ কথা বললে। তুমি যা বুঝেছ সেরূপ হলে আয়াতটি এমন হত

فلا جناح عليه أن لا يطاف بها

(ত াওয়াফ না করলে গুনাহ হবে না), কিন্তু বিষয়টি হল, আয়াতটি অবতীর্ণ হয়েছে আনসারদের ব্যাপারে। ইসলাম গ্রহণের পূর্বে তারা মানাতের (মূর্তি) পূজা করত। আর মানাত ছিল কুদায়েদের পথে অবস্থিত। আনসারগণ সাফা ও মারওয়াহর মাঝে সাঈ করা খারাপ জানত। ইসলাম আগমনের পর তারা এ সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-কে জিজ্ঞাসা করলে এ আয়াত নাযিল হয়। (সহীহ বুখারী হা: ১৬৪৩, ৪৪৯৫, সহীহ মুসলিম হা: ৩১৩৮, ৩১৪২)

সাফা ও মারওয়া আল্লাহ তা 'আলার অন্যতম নিদর্শন। شعائر শব্দটি شعيرة এর বহুবচন, অর্থ হল: নিদর্শন, প্রতীক। এখানে নিদর্শনসমূহ বলতে হজ্জ আদায়ের সময় ইবাদতের বিভিন্ন স্থান যেমন- মিনা, আরাফা, মুযদালিফা, সাঈ ও কুরবানীর স্থান বুঝায়।

অন্যত্র আল্লাহ তা 'আলা এসব নিদর্শনকে সম্মান করতে বলেছেন:

(وَمَنْ يُّعَظِّمْ شَعَآئِرَ اللّٰهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَي الْقُلُوبِ)

"আর কেউ আল্লাহর নিদর্শনাবলীকে সম্মান করলে এটা তো তার হৃদয়ের তাক্বওয়ার পরিচয়।" (সূরা হজ্জ ২২:৩২)

সাফা ও মারওয়া হজ্জের অন্যতম রুকন। যা বাদ পড়লে হজ্জ বা উমরা হবে না। যে ব্যক্তি স্বেচ্ছায় কোন সৎ আমল করবে এটা তার জন্য উত্তম। আল্লাহ তা ‘আলা তার প্রতিদান দেবেন।

যিলহজ্জ্ব মাসের নির্ধারিত তারিখে কা’ বা শরীফ যিয়ারত করাকে হজ্জ্ব বলে। এই তারিখগুলো ছাড়া অন্য সময় কা’ বা যিয়ারত করাকে উমরাহ্ বলে।

সাফা ও মারওয়া মসজিদুল হারামের নিকটবর্তী দু’ টি পাহাড়। আল্লাহ হযরত ইবরাহীম আলাইহিস সালামকে হজ্জের যে সমস্ত অনুষ্ঠান শিখিয়ে ছিলেন তার মধ্যে সাফা ও মারওয়ার মাঝখানে সাঈ’ করা বা দৌঁড়ানো ছিল অন্যতম। পরে মক্কায় ও তার আশপাশের এলাকায় মুশরিকী জাহেলীয়াত তথা পৌত্তলিক ধর্ম ছড়িয়ে পড়লে সাফার ওপর ‘আসাফ’ ও মারওয়ার ওপর ‘নায়েলা’ র পূজাবেদী নির্মাণ করা হয়। এর চারদিকে তাওয়াফ করা হতো। তারপর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মাধ্যমে আরববাসীদের কাছে ইসলামের আলো পৌঁছাবার পর মুসলমানদের মনে প্রশ্ন দেখা দিল যে, সাফা ও মারওয়ার ‘সাঈ’ কি হজ্জের অনুষ্ঠানাদির অন্তর্ভুক্ত অথবা এটা নিছক জাহেলী যুগের মুশরিকদের উদ্ভূত কোন অনুষ্ঠান? কাজেই এই ধরনের একটি কর্মকে হজ্জের অনুষ্ঠানের অন্তর্ভুক্ত করে তারা কোন মুশরিকী কাজ করে যাচ্ছে কি না এ ব্যাপারে তাদের মনে দ্বিধার সঞ্চার হয়। তাছাড়া হযরত আয়েশা (রা.) রেওয়ায়াত থেকেও জানা যায়, মদীনাবাসীদের মনে আগে থেকেই সাফা ও মারওয়ার মাঝখানে দৌঁড়ের ব্যাপারে অপছন্দ ও বিরক্তির ভাব ছিল। কারণ তারা ছিল ‘মানাত’ –এর ভক্ত। ‘আসাফ ’ ও ‘নায়েলা’ কে তারা মানতো না। এসব কারণে মসজিদুল হারামকে কিব্লাহ নির্ধারিত করার সময় সাফা ও মারওয়া সম্পর্কিত প্রচলিত ভুল ধারণা দূর করা এবং এই পাহাড় দু’ টির মাঝখানে দৌঁড়ানো হজ্জের মূল অনুষ্ঠানের অংশ বিশেষ বলে লোকদের জানিয়ে দেওয়া অপরিহার্য হয়ে পড়েছিল। আর এই সঙ্গে লোকদেরকে একথা জানিয়ে দেয়াও অপরিহার্য হয়ে পড়েছিল যে, এই দু’ টি স্থানের পবিত্রতা জাহেলী যুগের মুশরিকদের মনগড়া নয় বরং মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে নির্ধারিত হয়েছে।

অর্থাৎ নির্দেশ মানার জন্য তোমাদের কাজ তো করতেই হবে, তবে ভালো হয় যদি মানসিক আগ্রহ ও আন্তরিকতার সাথে তা করো।

এ দু’ টোর সা ‘ঈ করতে তাদের কোনই গুনাহ নেই’ বাক্যটির অর্থ

‘উরওয়া (রাঃ) ‘আয়িশাহ্ (রাঃ)-কে জিজ্ঞেস করেনঃ ﴿اِنَّ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةَ مِنْ شَعَآىِٕرِ اللّٰهِ ۚ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ اَوِ اعْتَمَرَ﴾ ﴿فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ اَنْ يَّطَّوَّفَ بِهِمَا ؕ وَ مَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا ۙ فَاِنَّ اللّٰهَ شَاكِرٌ عَلِيْمٌ﴾ এ আয়াত দ্বারা এরূপ জানা যাচ্ছে যে, ‘তাওয়াফ’ না করায় কোন দোষ নেই? তিনি বলেনঃ ‘হে প্রিয় ভাগ্নে! তুমি সঠিক বুঝতে পারোনি। তুমি যা বুঝেছো, ভাবার্থ তাহলে ﴿اَنْ لَّا يَّطَّوَّفَ بِهِمَا﴾ বলা হতো। বরং এই আয়াতটি অবতীর্ণ হওয়ার কারণ এই যে, ‘মুশাল্লাল’ নামক স্থানে ‘মানাত’ নামে একটি মূর্তি ছিলো। ইসলামের আবির্ভাবের পূর্বে মাদীনার আনসারগণ এর পূজা করতো এবং যে এর উপাসনায় দাঁড়াতে সে ‘সাফা’ ও ‘মারওয়া’ পাহাড়দ্বয়ের

তাওয়াফকে দূষণীয় মনে করতো। এখন ইসলাম গ্রহণের পর জনগণ রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-কে ‘সাফা’ ও ‘মারওয়া’ পাহাড়দ্বয়ের তাওয়াফের দোষ সম্বন্ধে জিজ্ঞেস করলে ﴿اِنَّ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةَ مِنْ شَعَآىِٕرِ اللّٰهِ ۚ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ اَوِ اعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ اَنْ يَّطَّوَّفَ بِهِمَا﴾ আয়াতটি অবতীর্ণ হয় এবং এতে বলা হয় যে, এই তাওয়াফে কোন দোষ নেই। অতঃপর রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ‘সাফা’ ও ‘মারওয়ায় তাওয়াফ করেন। এজন্যই এটি সুন্নাত রূপে পরিগণিত হয়। এখন এই তাওয়াফকে ত্যাগ করা কারো জন্য উচিত নয়। (হাদীসটি সহীহ। সহীহুল বুখারী ৩/৫৮১/ ১৬৪৩, সহীহ মুসলিম ২/২৬১/৯২৯, সুনান নাসাঈ-৫/২৬৩/২৯৬৮, মুসনাদ আহমাদ ৬/২২৭।) অন্য বর্ণনায় আছে, ‘উরওয়া (রাঃ) পরবর্তী সময় আবূ বাকর ইবনে ‘আবদুর রহমান ইবনে হারিস ইবনে হিশামকে (রহ) এই বর্ণনাটি বললে তিনি বলেনঃ ‘আমি তো এর পূর্বে এটি শ্রবণই করিনি। তবে ‘আয়িশাহ্ (রাঃ) যাদের কথা উল্লেখ করেছেন তারা ছাড়া অন্যান্য বিদ্বান ব্যক্তিগণ বলেছেন যে, জাহিলিয়াতের যামানায় আমরা ‘সাফা’ ‘মারওয়া’ তাওয়াফ করতাম। আনসারগণের অন্য এক দল (রাঃ) বলতেনঃ ‘আমাদের প্রিয় বায়তুল্লাহকে তাওয়াফ করার নির্দেশ ছিলো, ‘সাফা’ ও ‘মারওয়া’ র তাওয়াফের নয়। সেই সময় ﴿اِنَّ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةَ مِنْ شَعَآىِٕرِ اللّٰهِ﴾ এই আয়াতটি অবতীর্ণ হয়। আবূ বাকর ইবনে রহমান (রহঃ) বলেছেনঃ এই আয়াতটি উভয় দলের ব্যাপারেই অবতীর্ণ হওয়ারই সম্ভাবনা রয়েছে। (ফাতহুল বারী ৩/৫৮১, সহীহ মুসলিম ২/৯২৯)

আনাস (রহঃ) বলেন আমরা সাফা ও মারওয়ার তাওয়াফে অজ্ঞাতাপূর্ণ কাজ মনে করতাম এবং ইসলামের অবস্থায় এ থেকে বিরত থাকতাম। অবশেষে এই আয়াতটি অবতীর্ণ হয়। ইবনে ‘আব্বাস (রহঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, এই দু’ টি পাহাড়ের মধ্যবর্তী স্থলে বহু প্রতিমা বিদ্যমান ছিলো এবং শায়তানরা সারা রাত ধরে এর মধ্যে ঘুরাফিরা করতো। ইসলাম গ্রহণের পর জনসাধারণ এখানকার তাওয়াফ সম্বন্ধে জিজ্ঞেস করলে এই আয়াত অবতীর্ণ হয়।

আশ শা ‘বি (রহঃ) বলেনঃ ‘ইসাফ’ নামের মূর্তিটি ছিলো ‘সাফা’ পাহাড়ের ওপর এবং ‘নায়েলা’ নামক মূর্তিটি ছিলো ‘মারওয়া’ পাহাড়ের ওপর। মুশরিকরা ঐ দু’ টোকে স্পর্শ করতো ও চুমু দিতো। ইসলামের আবির্ভাবের পর মুসলিমরা তাদের থেকে পৃথক হয়ে যায়। কিন্তু এ আয়াতটি অবতীর্ণ হওয়ার ফলে এখানকার তাওয়াফ সাব্যস্ত হয়।

মুহাম্মাদ বিন ইসহাক স্বীয় গ্রন্থে বর্ণনা করেন যে, ইসাফ ও নায়েলা একজন পুরুষ লোক ও অপরজন স্ত্রীলোক ছিলো। এই অসৎ অসতী দু’ জন কা ‘বা গৃহে ব্যাভিচারে লিপ্ত হয়ে পড়ে। ফলে মহান আল্লাহ তাদের দু’ জনকে পাথরে পরিণত করেন। কুরাইশরা তাদেরকে কা ‘বার বাইরে রেখে দেয় যেন জনগণ এর থেকে শিক্ষা গ্রহণ করতে পারে। কিন্তু কয়েক যুগ অতিবাহিত হওয়ার পর তাদের পূজা আরম্ভ হয়ে যায় এবং তাদেরকে সাফা' ও মারওয়া পাহাড়ে এনে দাঁড় করিয়ে দেয়া হয় এবং তাদের তাওয়াফ শুরু হয় যায়। (সীরাতে ইবনে হিশাম ১/৮৫)

সাফা-মারওয়ায় দৌড়ানোয় নিগুঢ়তা (হিকমাত)

সহীহ মুসলিমে একটি সুদীর্ঘ হাদীস রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বায়তুল্লার তাওয়াফ সমাপ্ত করার পর ‘হাজরে আসওয়াদকে চুম্বন করেন। অতঃপর তিনি ‘বাবুস সাফা’ দিয়ে বের হোন। ঐ সময় তিনি ﴿اِنَّالصَّفَاوَالْمَرْوَةَمِنْشَعَآئِرِاللهِ﴾ এ আয়াতটি পাঠ করেন। তাতে রয়েছে যে, তিনি বলেনঃ ‘আমি সেখান থেকেই শুরু করবো যেখান থেকে মহান আল্লাহ শুরু করেছেন অর্থাৎ সাফা পাহাড়ের বর্ণনা আগে শুরু করেছেন।’ (হাদীসটি সহীহ। সহীহ মুসলিম ২/১৪৭/৮৮৬-৮৯২, সুনান নাসাঈ ৫/২৯৬৯)

হাবীবা বিন্ত আবূ তাজবাহ (রাঃ) বলেনঃ আমি রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-কে দেখেছি, তিনি ‘সাফা’ ‘মারওয়া’ তাওয়াফ করছিলেন। জনমণ্ডলী তাঁর আগে আগে ছিলো এবং তিনি তাদের পিছনে ছিলেন। তিনি কিছুটা দৌড়ে চলছিলেন এবং এর কারণে তাঁর লুঙ্গি তাঁর জানুর মধ্যে এদিক ওদিক হচ্ছিলো। আর তিনি পবিত্র মুখে উচ্চারণ করছিলেনঃ

"اسعوا فإن الله كتب عليكم السعي" ‘হে জনমণ্ডলী! তোমরা দৌড়ে চলো। মহান আল্লাহ তোমাদের ওপর দৌড়ানো লিখে দিয়েছেন।’ (হাদীসটি সহীহ। মুসনাদে আহমাদ ৬/৪২১,২৪২, আল মাজমা ‘উয যাওয়ায়েদ ৩/২৪৭, মুসতাদরাক হাকিম ৪/৭০, সুনান দারাকুতনী ২/২৫৫, সুনান বায়হাক্বী ৫/৯৮, ইরওয়াউল গালীল ১০৭২) এরকম অর্থেরই আরো একটি বর্ণনা রয়েছে। এ হাদীসটি ঐসব লোকের দালীল যারা ‘সাফা ও মারওয়া’ পাহাড়দ্বয়ে দৌড়কে হাজ্জের রুকন মনে করেন।

ইবরাহীম (আঃ) কে হাজ্জ পালন করার জন্য এটি শিক্ষা দেয়া হয়েছিলো। পূর্বে বর্ণিত হয়েছে যে, এখানে হাজেরা (আঃ) এর সাতবার প্রদক্ষিণই হচ্ছে ‘সাফা-মারওয়ায়’ দৌড়ানোর মূল উৎস। যখন ইবরাহীম (আঃ) তাঁকে তাঁর শিশুপুত্রসহ এখানে রেখে গিয়েছিলেন এবং তাঁর খাদ্য শেষ হয়েগিয়েছিলো ও শিশু ওষ্ঠাগত প্রাণ হয়ে পড়েছিলো তখন হাজেরা (আঃ) অত্যন্ত উদ্বেগ এবং দুর্ভাবনার সাথে এই পবিত্র পাহাড়দ্বয়ের মধ্যবর্তী স্থানে স্বীয় অঞ্চল ছড়িয়ে দিয়ে মহান আল্লাহ্‌র নিকট ভিক্ষা চাচ্ছিলেন। অবশেষে মহান আল্লাহ তাঁর দুঃখ, চিন্তা, কষ্ট ও দুর্ভাবনার সব দূর করে দিয়েছিলেন। এখানে প্রদক্ষিণকারী হাজীগণেরও উচিত যে, তাঁরা যেন অত্যন্ত দারিদ্র ও বিনয়ের সাথে এখানে প্রদক্ষিণ করেন এবং নিজেদের অভাব, প্রয়োজন এবং অসহায়তার কথা পেশ করেন ও মনের সংস্কার এবং সুপথ প্রাপ্তির প্রার্থনা জানান, আর পাপ মোচনের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করেন। তাঁদের দোষ ত্রুটি হতে মুক্ত থাকা এবং অবাধ্যতার প্রতি ঘৃণা থাকা উচিত। তাঁদের কর্তব্য হবে এই যে, তারা যেন স্থিরতা, সাওয়াব, মুক্তি এবং মঙ্গলের জন্য প্রার্থনা করেন ও মহান আল্লাহ্‌র নিকট আরয করেন যে, তিনি যেন তাঁদেরকে অন্যায় ও পাপরূপ সঙ্কীর্ণ পথ হতে সরিয়ে উৎকর্ষতা, ক্ষমা এবং সাওয়াবের তাওফীক প্রদান করেন, যেমন তিনি হাজেরা (আঃ) এর অবস্থাকে এদিক হতে ওদিকে সরিয়ে দিয়েছিলেন।

অতঃপর মহান আল্লাহ বলেনঃ ﴿وَ مَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا﴾ ‘যে ব্যক্তি স্বেচ্ছায় অতিরিক্ত সৎ কার্যাবলী সম্পাদন করে’ অর্থাৎ সাতবার প্রদক্ষিণ এর স্থলে আটবার বা নয়বার প্রদক্ষিণ করে কিংবা নফল হাজ্জ ও ‘উমরার মধ্যে ‘সাফা-মারওয়ায়’ তাওয়াফ করে। আবার ফখরুদ্দীন আর রাযী (রহঃ) প্রমুখ একে সাধারণ রেখেছেন অর্থাৎ প্রত্যেক সাওয়াবের কাজই অতিরিক্তভাবে করে। (আর রাযী ৪/১৪৬) এরপর মহান আল্লাহ বলেনঃ ان الله شاكر عليم ‘তাহলে নিশ্চয় মহান আল্লাহ তার ব্যাপারে গুণগ্রাহী এবং সর্বজ্ঞ।’ অর্থাৎ মহান আল্লাহ

অল্পতেই অনেক প্রতিদান প্রদান করবেন। কেননা তিনি عليم তথা জ্ঞানী অর্থাৎ কাকে কি পরিমাণ প্রতিদান দিতে হবে সে সম্পর্কে বিজ্ঞ কাজেই কাউকে প্রতিদান প্রদানে তিনি কমতি করবেন না। তাইতো মহান আল্লাহ্‌র ঘোষণা রয়েছে যেঃ

﴿اِنَّ اللّٰهَ لَا يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ١ۚ وَ اِنْ تَكُ حَسَنَةً يُّضٰعِفْهَا وَ يُؤْتِ مِنْ لَّدُنْهُ اَجْرًا عَظِيْمًا﴾

‘নিশ্চয়ই মহান আল্লাহ বিন্দুমাত্রও অত্যাচার করেন না এবং যদি কেউ কোন সৎ কাজ করে তাহলে তিনি সেটা দ্বিগুণ করে দেন এবং স্বীয় পক্ষ হতে তার মহান প্রতিদান প্রদান করেন।’ (৪ নং সূরা নিসা, আয়াত নং ৪০)

আয়াত থেকে শিক্ষণীয় বিষয়:

১. সাফা ও মারওয়া সাঈ করা হজ্জ ও উমরার রুকন।

২. গীর্জা, পূজামণ্ডপ বা কাফিরদের ইবাদাতের স্থান মাসজিদে পরিণত হলে সেথায় সালাতসহ সকল ইবাদত পালন করতে কোন অসুবিধা নেই।

৩. কল্যাণকর কাজে উৎসাহ প্রদান করা হচ্ছে।